তারিখ 12 JUL 2008
পৃষ্ঠা 8 কলাম ২

জনকণ্ঠ

হাওড় জনপদে প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল দশা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নেত্রকোনা, ১০ জুলাই ঃ সাপ্তাহিক ও সরকারী ছুটি মিলিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকে বছরের প্রায় ১শ' ২৭ (৭৫+৫২) দিন। অর্থাৎ বাকি ২শ' ৩৮ দিন বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া হয়। কিন্তু দেশের হাওড় জনপদের ক্ষেত্রে এ চিত্র একেবারেই ব্যতিক্রম। বর্ষায় বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা, বন্যা, অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কৃষি মৌসুমের ব্যস্ততার কারণে হাওড়ের অধিকাংশে শিক্ষার্থী বেশিরভাগ সময়ই ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারে না। ফলে পিছিয়ে পড়ে ভবিষ্যতের এই প্রজন্ম। নেত্রকোনার হাওড় এলাকা খোঁজ নিয়ে জানা গেছে শিক্ষার এই ভয়াবহ চিত্রের কথা। খালিয়াজুরি, মদন, মোহনগঞ্জ এবং কলমাকান্দা ও আটপাড়া উপজেলার অংশবিশেষ নিয়ে নেত্রকোনার বৃহৎ হাওড় অঞ্চল। ঋতুর বাংলাদেশ হলেও হাওড় এলাকার ঋতু মাত্র দু'টি। একটি হেমন্ত, অন্যটি বর্ষা। আর সেখানকার জীবনব্যবস্থাও এ দু'টি ঋতুকে ঘিরেই আবর্তিত। সেক্ষেত্রে হেমন্ত মানেই চলনো মৌসুম, চাষাবাদের সময়। তখন যাতায়াত, চলে হেঁটে। আবার বর্ষার ছয় মাস রাস্তাঘাট সব পানিতে একাকার হয়ে যায়। প্রায় অচল হয়ে পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা। এ সময় যোগাযোগের জন্য নির্ভর করতে হয় ট্রলার, নৌকা বা কলার ভেলার ওপর। এই ঋতুবৈচিত্র্যের বিরাট নেতিবাচক প্রভাব পড়ে হাওড়ের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর।

বেশিরভাগ সময় শিক্ষার্থীরা অনুপস্থিত থাকে

জানা গেছে, চাষাবাদ মৌসুমে হাওড় জনপদের কৃষক পরিবারের প্রত্যেকে ব্যস্ত থাকে চাষাবাদ নিয়ে। ভুলপামী শিশু-কিশোররাও তখন তাদের পরিবারকে ধান রোপণ, কাটা-মাড়াইয়ের কাজে সহযোগিতা করে। বাধ্য হয়ে তাদের ভুলে অনুপস্থিত থাকতে হয়। অন্যদিকে বর্ষাকালে হাওড়ের অধিকাংশে গ্রাম এমনকি বাড়ি পানিবন্দী হয়ে পড়ে। এর ব্যতিক্রম হয় না বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রেও। কোন কোন বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা পর্যন্ত পানিতে প্লাবিত হয়। নৌকা ছাড়া তখন শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসা সম্ভব হয় না। কোন কোন বিদ্যালয়ে আসতে বাঁশের সাঁকো অথবা খাল-বিলও পাড়ি দিতে হয়। বর্ষায় যোগাযোগের এই দুরবস্থার কারণে শিক্ষার্থীরা তখন বিদ্যালয় বিমুখ হয়ে পড়ে। অভিভাবকরাও তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে দুর্ঘটনার ভয় পান। আবার অনেকের পক্ষে নৌকা কেনাও সম্ভব হয়ে ওঠে না। এসব কারণে বিদ্যালয়গুলোতে উপস্থিতির হার মারাত্মক কমে আসে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষক জানান, "হাওড়ে ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে যখন ঢেউ ওঠে তখন আমরাও বিদ্যালয়ে যেতে পারি না।" অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষার্থী প্রত্যেককেই তখন অনিবার্য ছুটি কাটাতে হয়। নেত্রকোনার সবচেয়ে দুর্গম হাওড় জনপদ খালিয়াজুরি। একে বলা হয় হাওরদ্বীপ। এ উপজেলার ৬৪টি গ্রামের মধ্যে সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৫৪টি। বানুয়ারি, আসদপুর শিবির, রসুলপুর, যোগীমারা, কৃষ্ণপুর পশ্চিম—এরকম ১০টি দুর্গম গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এসব গ্রামের শিক্ষার্থীদের বর্ষাকালের লেখাপড়া প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। অন্যদিকে যেসব গ্রামে বিদ্যালয় আছে— যাতায়াতের দুরবস্থার কারণে সেগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। অন্য সময় উপস্থিতির হার কিছুটা সন্তোষজনক হলেও বর্ষা বা চাষাবাদের মৌসুম এলেই উপস্থিতির হার অনেক কমে আসে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কোন কোন বিদ্যালয়ে এখন উপস্থিতির হার এক-তৃতীয়াংশেও নেই। একজন শিক্ষক মন্তব্য করেন, হাওড়ের অধিকাংশে মানুষ অশিক্ষিত এবং শিক্ষার ব্যাপারে অসচেতন। স্কুলে যেতে পারলে ছেলেমেয়েদের কিছুটা পড়ালেখা হয়, বাড়িতে অনেক মা-বাবাই তাদের সন্তানের লেখাপড়ায় গুরুত্ব দেয় না। এ কারণে স্কুলে না যেতে পারায় শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ে, কেউ কেউ শিক্ষা জীবন থেকে অকালে ঝরেও যায়।

এদিকে খালিয়াজুরির বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও বর্ষাকালে শিক্ষার অনুপযোগী। উপজেলার পাঁচহাট, কৃষ্ণপুর, শ্যামপুর, বয়রা প্রভৃতি গ্রামের বিদ্যালয়গুলো জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ। কোন কোন বিদ্যালয়ের মেঝে বর্ষাকালের ঢেউয়ে ভেঙ্গে গেছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের চারপাশে বর্ষার ছয় মাসই পানি থাকে। পানি বেশি হলে স্কুলের আঙ্গিনা ডুবে যায়। এ ছাড়া অনেক বিদ্যালয়ের সঙ্গে গ্রামের কোন সংযোগ সড়ক নেই। শিক্ষার এই বেহাল অবস্থা শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রেই নয়, খালিয়াজুরির ১২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দু'টি কলেজ এবং মোহনগঞ্জ, মদন, কলমাকান্দা ও আটপাড়া উপজেলার হাওড় উপকূলের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও জানা গেছে একই সমস্যার কথা। হাওড় জনপদের প্রাথমিক শিক্ষার এই বেহাল চিত্রের কথা স্বীকার করে খালিয়াজুরির ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা খলিলুর রহমান বলেন, প্রত্যেক স্কুলের জন্য চালকসহ একটি করে নৌকার ব্যবস্থা করতে পারলে উপস্থিতি কিছুটা বাড়ানো সম্ভব। তাঁর মতে, আরেকটি বিকল্প পথ হচ্ছে বার্ষিক স্কুল ক্যালেন্ডার পরিবর্তন করা। যেমন— গ্রীষ্মের ছুটির পরিবর্তে হাওড় এলাকায় বর্ষার ছুটি দেয়া। তেমনি অন্য ছুটিগুলোর ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা। বেসরকারী সংগঠন স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতির শিক্ষা সমন্বয়কারী জীবন দে শ্যামসহ স্কুল ক্যালেন্ডার পরিবর্তনের বিষয়টিতেই জোর দেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে উচ্চ পর্যায়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।